তারিখ ... 23 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

প্রায় দুই মাসেও সংশোধনী নেই ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রায় দুই মাস হতে চললেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের সংশোধনী এখনো বিদ্যালয়গুলোতে পাঠাতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ফলে শিক্ষার্থীরা এখনো ভুলভাবে শিখছে কিংবা নিজেদের মতো করে বা শিক্ষকদের সহায়তায় ভুল সংশোধন করে নিচ্ছে। রাজধানীর একাধিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম গতকাল বুধবার *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা এখনো কোনো সংশোধনী পাননি।

এবার শিক্ষাবর্ষ শুরুর পর ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের বিষয়টি গণমাধ্যমে এলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি জানিয়েছিল, বইয়ের ভুলগুলোর বিষয়ে দ্রুত একটি সাধারণ সংশোধনী দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা পাঠ্যবইয়ের ভুলভ্রান্তি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা তদন্ত প্রতিবেদনের দিকে চেয়ে আছেন। ওই প্রতিবেদন দেওয়ার পর সংশোধনী দেবেন। তবে মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়েনি। দুই দফায় সময় বাড়ানোর পর আজ বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবে। তবে তদন্ত কমিটির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, ভুল সংশোধনী দিতে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের অপেক্ষায় থাকার যুক্তি নেই। কারণ, তদন্ত কমিটির কাজ ভুল সংশোধন করা নয়। তাদের কাজ হলো ভুলের সঙ্গে কারা জড়িত, সেটি চিহ্নিত করে শাস্তি এবং পরে যাতে আর ভুল না হয়, সে বিষয়ে সুপারিশ করা। তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে বলে জানান তিনি।

এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা সংশোধনীর কাজটি গুছিয়ে রেখেছেন। তাঁদের ভাষায় বড় ধরনের ভুল মূলত একটি। সেটি হলো তৃতীয় শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'-এ কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ভুলভাবে লেখা। এটিতে শব্দ যেমন উল্টাপাল্টাভাবে ছাপা হয়েছে, তেমনি ভুল শব্দও ছাপা হয়েছে।

এনসিটিবির একজন সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য এ বিষয়ে কলকাতার একজন গবেষকের কাছ থেকে মূল কবিতাটি আনা হয়েছে। পাশাপাশি নটর ডেম কলেজের একজন শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, যিনি জীবনানন্দ দাশের ওপর গবেষণা করেছেন। কুসুমকুমারী জীবনানন্দের মা। এখন জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) অনুমোদন নিয়ে সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে। একই সঙ্গে অন্য ভুলগুলো সংশোধন করা হচ্ছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা *প্রথম আলো*কে বলেছেন, চলতি মাসের শেষ দিকে ভুলের সংশোধনী দেওয়া হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ভুল হয়েছে। কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক থেকে নামকরা কয়েকজন প্রগতিশীল লেখকের কিছু গল্প-কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে আন্দোলন চলছে। অভিযোগ উঠেছে, কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক একটি সংগঠন পাঠ্যবই থেকে যেসব বিষয় বাদ দেওয়ার দাবি করেছিল, এবারের পরিবর্তন তার সঙ্গে মিলে গেছে। এর মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের কোনো কোনো লেখায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্য বিভিন্ন মহল থেকে এই পরিবর্তন বাদ দিয়ে আগের মতো বই দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু তদন্ত কমিটির একজন সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁদের তদন্তের কার্যপরিধিতে নেই।